চিত্রনাট্য ও পরিচালনা মঞ্জু দে

স্বর্গ হতে বিদায়

দিব্রি ফিল্মস নিবেদিত

স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে

দিবিত্রি ফিল্মস্
নিবেদিত

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **মঞ্জু দে**

প্রযোজক : সত্যরঞ্জন কর চৌধুরী। সঙ্গীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কাহিনী : শেখর চট্টোপাধ্যায়। গীতরচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। আলোকচিত্র পরিচালনা : অনিল গুপ্ত। আলোকচিত্র-শিল্পী : জ্যোতি লাহা। প্রধান সম্পাদক : অর্দ্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদক : অনিত মুখোপাধ্যায়। শিল্পনির্দেশনা : রবি চট্টোপাধ্যায়। শব্দগ্রহণ : (অন্তঃ) বাণী দত্ত, (বহিঃ) : সুজিত সরকার। রূপসজ্জা : শৈলেন গাঙ্গুলী। কর্মসচিব : প্রভাত দাস। ব্যবস্থাপনা : শৈলেন মজুমদার। স্থিরচিত্র : স্টুডিও রেঁনেসাঁ। প্রচার-শিল্পী : মণি মিত্র। পটশিল্পী : কবি দাশগুপ্ত। সঙ্গীতগ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ। যন্ত্রসঙ্গীত : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা। প্রচার উপদেষ্টা : আশীষতরু মুখোপাধ্যায়।

সহকারী

পরিচালনা : সুশীল বিশ্বাস, নীতিন বন্দ্যোপাধ্যায় ও হিমাংশু পাল। সঙ্গীত পরিচালনা : সমরেশ রায়, নিখিল চট্টোপাধ্যায়। শিল্পনির্দেশনা : সুরেশচন্দ্র চন্দ্র। সম্পাদনা : বিপ্লব রায় চৌধুরী। পটশিল্পী : প্রবোধ ভট্টাচার্য। প্রচার : চিত্ত কর চৌধুরী। রূপসজ্জা : অনাথ মুখার্জী, পঞ্চু দাস। ব্যবস্থাপনা : কেষ্ট দে, রমণী দাস। পরিস্ফুটনে : অবণী রায়, তারাপদ চৌধুরী, মোহন চ্যাটার্জী। চিত্রগ্রহণ : শঙ্কর চ্যাটার্জী, আশু দত্ত, ক্ষেত্র লঙ্কা, কেষ্ট মণ্ডল। শব্দগ্রহণ : অতুল চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, ঋষি ব্যানার্জী, রথীন ঘোষ, পাঁচু মণ্ডল। আলোক সম্পাতে : সুধীর সরকার, অভিমন্যু দাস, দুখীরাম অধিকারী, সুদর্শন দাস, অবনী নন্দর, সন্তোষ সরকার ও সুনীল দাস (মারু)।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

রেডিও ম্যানুফাক্চারাস্ অফ ইণ্ডিয়া, মুলারু-র কর্তৃপক্ষ, মিঃ কে, কে, দাস (ইষ্টার্ণ রেলওয়ে), অজিত চট্টোপাধ্যায়, নীহার চক্রবর্তী, বেঙ্গল হোম ইন্ডাষ্ট্রিস এসোসিয়েশন, গীতা দে, কেতকী দত্ত, লিলি গুহ, মডার্ণ ডেকরেটার্স, জে, সি, মজুমদার এণ্ড সন্স, ক্ষেরুকা গার্ডেন হাউস, ক্লাকটন হোটেল, নালন্দা মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষ, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ, দিলীপ সুর, সুশীল ভট্টাচার্য ও ষ্টেশন মাষ্টার (বক্তিয়ারপুর)।

আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারীজ প্রাইভেট লিঃ এ পরিস্ফুটিত।

ক্যালকাটা মুভিটন ষ্টুডিও এবং ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটি প্রাইভেট লিঃ ষ্টুডিওতে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

কমাত্র পরিবেশক · দিবিত্রি ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেড

কাহিনী

আশাবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত শিক্ষিত ছাত্র অমল কলেজের সহপাঠী শিপ্রাকে প্রথম ভালবেসেছিল। অনুরাগে তারা একাত্ম হতে চেয়েছিল পরিণয়ের বন্ধনে। কিন্তু শিপ্রার বাবা গরীব অমলের হাতে আপন কন্যাকে অর্পণ করতে কিছুতেই রাজী হলেন না। বরং তিনি অমলকে আশাহত করলেন। এমনকি শিপ্রাও বাবার মত মেনে নিল। কিন্তু অমল শিপ্রার কাছ থেকে এটুকু আশা করতে পারে নি। ভালবাসা যে শুধু অর্থ এবং প্রতিপত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত তা অমল এই প্রথম জানতে পারলো। জীবনের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা জন্ম নিল অমলের। নিজের প্রতি প্রতিশোধ নিতে সে বদ্ধপরিকর হল। আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে অর্থ উপার্জনের পথ সে বেছে নিল দরিদ্রতাকে মুছে ফেলতে।

অর্থ উপার্জনের অন্ধকারময় পথটাই অমল গ্রহণ করলো। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির কৌশলে সে নিজস্ব একটি যন্ত্র আবিষ্কার করে অভিনব উপায়ে জুয়েলারী দোকানের সিন্দুক খুলে রাতের আঁধারে বিশ্বস্ত সহকারী শম্ভু এবং বন্ধু চুণীলালের সাহায্যে বহু মূল্যবান রত্ন আত্মসাৎ করে তার বিনিময়ে অর্থ সঞ্চয় করতে লাগলো। পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই অমলকে ধরতে পারে না।

একদিন ঘটনাচক্রে অমল শিপ্রাকে দেখতে পায়। কিন্তু শিপ্রা যেন তাকে চিনেও চিনতে পারলো না। অমল ভেবে পায় না শিপ্রার এ পরিবর্তন দেখে। মনে হল তার, যার জন্য এ জীবন সে কিন্তু ঠিকই আছে! তেমনি আগের মতই।

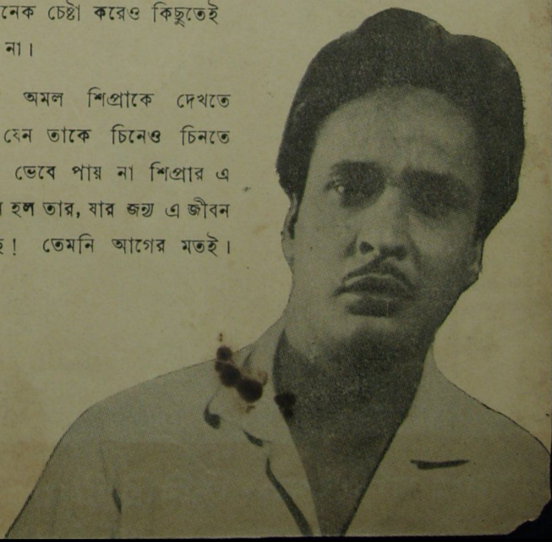

অনুশোচনায় অমলের পরিবর্তন এল। নিজেকে শুধু শুধু আর বিসর্জন দিতে সে রাজী নয়। পরিপূর্ণ জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় অমল এ জীবন ত্যাগ করলো। এক অবাঙ্গালী অঞ্চলের হোটেলে এসে শোভনলাল রূপে অমল পরিচিত হল।

শেষ পর্যন্ত শম্ভু পুলিশের হাতে ধরা পরে। কিন্তু অমলের স্বভাবসিদ্ধ ব্যবহারে এখানকার এক বাঙ্গালী পরিবারের সঙ্গে অল্পদিনের মধ্যে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। চন্দনা হল, এ সংসারে আদুরে কন্যা। কিছুদিনের মধ্যেই একটা মধুর সম্পর্ক যেন চন্দনা-অমলের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু পূর্ব প্রেম প্রত্যাখ্যাত অমল কিছুতেই রাজী নয়, এ মিলনে। কিন্তু চন্দনা শোনে না। সরল ভালবাসায় সে অন্ধ। বোঝেও না। অমল বাধ্য হয়ে অতীতের প্রেমকথা একদিন চন্দনাকে জানালো। সত্য ভাষণে চন্দনা কোন অপরাধ অমলের খুঁজে পেল না। অমলের প্রতি তার ভালবাসা অটুট রইলো।

একটা প্রতারণাই সব নয়। এ জীবনে যেমন শিপ্রা আসে, আবার তেমনি চন্দনাও তো আসে। অমল তাই নিজেকে খুঁজে পেল চন্দনার মধ্যে। চন্দনা মত পরিবর্তন করলো না। সে যে নিবিড়ভাবে ভালবাসে অমলকে।

কিন্তু শুভমিলনের সেই আনন্দ মুহূর্ত্ত অমল-চন্দনার জীবনে কি কোনদিন আর এসেছিল?

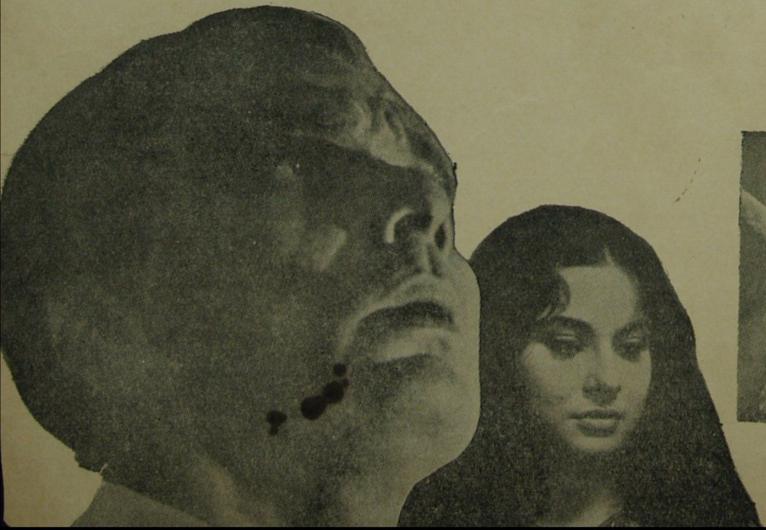

শিল্পী ঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

কতো আশা নিয়ে প্রদীপ জ্বেলেছিলাম আমি
সে আলো কোথায় হারিয়ে গেল—
হারিয়ে গেল
সমুখের পথে চরণ ফেলেছিলাম আমি
সে পথ কোথায় হারিয়ে গেল—
হারিয়ে গেল
সেদিন যে হাসি দেখেছিল মন
কতো রঙে ভরানো
আজ যেন সে হাসিতে ফুল নেই
শুধু কাঁটা ছড়ানো
কতো কী যে স্বপ্নে নয়ন মেলেছিলাম আমি
সেই স্বপ্ন কোথায় হারিয়ে গেল—
হারিয়ে গেল।

সেদিন যে মন মোর ভুলেছিলো
সেই ভাল লাগাতে
আজ যেন সেই ভুল ভেঙ্গে গেছে
না পাওয়ার আঘাতে
ফুল হয়ে বাতাসে গন্ধ
ঢেলেছিলাম আমি
সে মন কোথায় হারিয়ে গেল—
হারিয়ে গেল।

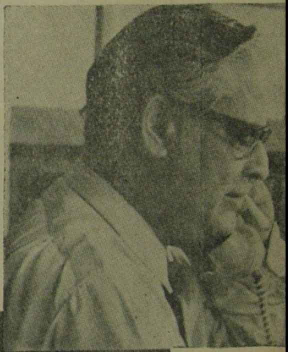

২

শিল্পী ঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

ও আমার হঠাৎ পাওয়া আলো
আর হারিয়ে যেও না
আঁধার পারে রেখে আমায় বিদায় চেও না
আর হারিয়ে যেও না।

এই খুশীভরা দুচোখ ভরে স্বপ্ন আসুক ফিরে
বাজুক বাঁশী আবার নতুন মীড়ে
ব্যথারই সেই সুরে ও মন গান গেও না
আর হারিয়ে যেও না।

আজ কি যে হ'লো বুঝি শুধু
নেই বোঝানোর ভাষা
মুকুলে কি ফুটলো প্রাণের আশা
চাওয়া পাওয়ার হিসাব নিয়ে ব্যথা পেও না
আর হারিয়ে যেও না।

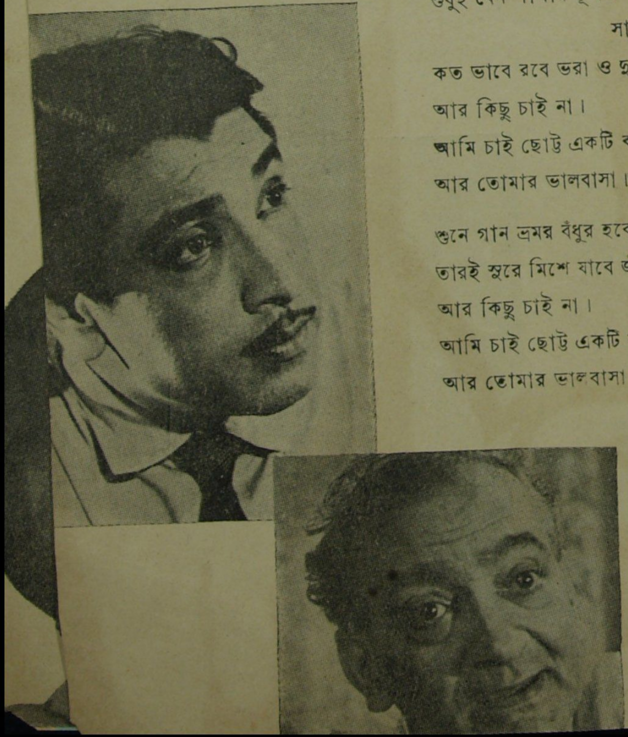

৩

শিল্পী ঃ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

আমি চাই ছোট্ট একটি বাসা
আর তোমার ভালবাসা
স্বপ্ন মোহে রব দোঁহে
সেই তো আমার আশা
আমি চাই ছোট্ট একটি বাসা
আর তোমার ভালবাসা ॥

শুধুই যেন পাখীর কূজন
সারাবেলা শুনবো দুজন
কত ভাবে রবে ভরা ও দুটি চোখের ভাষা
আর কিছু চাই না।
আমি চাই ছোট্ট একটি বাসা
আর তোমার ভালবাসা ॥

শুনে গান ভ্রমর বঁধুর হবে মন কতই মধুর
তারই সুরে মিশে যাবে জীবনের কাঁদা হাসা
আর কিছু চাই না।
আমি চাই ছোট্ট একটি বাসা
আর তোমার ভালবাসা ॥

৪

শিল্পী ঃ ম্যাক্‌নামারা

O ! Friend, you just missed the Bus
Don't worry oh, let it pass

O ! Friend, you just missed the Bus,
Never lose your heart
Its just the start,

O ! Wait for the next
Patience is life's text.

O ! Friend, you just missed the Bus
cheer up your soul
you must reach the goal

O ! Wait for the next
Patience is life's text.

রূপায়ণে

দিলীপ মুখোপাধ্যায়

মাধবী মুখোপাধ্যায়

বিকাশ রায় : অনুভা গুপ্তা

পাহাড়ী সান্যাল : জহর রায়

দীপক মুখোপাধ্যায়

বিপিন গুপ্ত : নীতিশ মুখোপাধ্যায়

অজিত চট্টোপাধ্যায়

অতনু ঘোষ : নব কুমার

ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায় : খগেন পাঠক

সুখেন দাস : রথীন ঘোষ

অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায়

পারিজাত বোস

সুমিতা সান্যাল : আশা দেবী

সুরুচি সেনগুপ্তা

জিন ম্যাকনামারা

সুশীল দাস : শ্যাম লাহা

ননী মজুমদার

নৃপতি চট্টোপাধ্যায়

আশীষ মুখোপাধ্যায়

শৈলেন গাঙ্গুলী

কেষ্ট : বৈজু ও গৌতম।

প্রকাশক : দিবিত্রি ফিল্মস্ প্রাইভেট লি:
৮৯ সি, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
মুদ্রক : অনুশীলন প্রেস, কলিকাতা-১৩